বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

তীব্র বর্ষ | ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ শনিবার ১৩শে মাঘ ১৩৮০ | ১৭ সংখ্যা

যদি আমাদের নিজের চেষ্টায় আমাদের দেশের কোনো বৃহৎ কাজ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তবে হে মহামায়ী, তুমি আমাদের বান্ধব—হে ভৈরব, তুমি আমাদের সহায়

—রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদকীয়

অন্ধ — বধির — বোবা

একথা এখন জোর দিয়েই বলা যায় যে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহুকাল পরে রাজ্যের শিক্ষানীতির উপর মূলগত দৃষ্টিপাত করেছেন। বলতেই হবে যে, ওঁরা প্রচলিত শিক্ষা রীতির একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন চান এবং এমন যেকোনো বা যতখানি আমূলসাধন চান যা তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে কোন বাধাকেই বাধা বলে স্বীকার করতে বা সহ্য করতে প্রস্তুত থাকবে না। স্বীকার করতেই হবে যে ওদের তীক্ষ্ণ ও তীব্র দৃষ্টি সোজাসুজি শিক্ষা সমস্যার এমন গভীরে গিয়ে পৌঁছেছে যে, আজ ওঁরা মানুষের জীবন, যৌবন, সাধনা ও ঐতিহ্য চরিত্রের ইত্যাদির মূলমূল প্রচলিত বন্ধনের শেষ গ্রন্থিটি আজ সহজেই ছিঁড়ে ফেলতে পারবেন বলে আমার উৎসাহিত ও সম্ভবতঃ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। তাদের প্রায় শুরু উৎসাহ ও আড়ম্বর দেখে মনে হচ্ছে যে, স্কুল শিক্ষার একেবারে গোড়া থেকে ছেলে মেয়েদের যৌথ শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে পারলে, শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ গড়বার দায়িত্বটি অতি সহজেই নির্ভুল দিক থেকে পালন করা সম্ভব বলে ওঁরা বিশ্বাস করেন। শিক্ষা প্রণালীর পথে যত গলদ, যত আবিলতা সব যেন জমা হয়ে আছে ঐ স্কুলটিতে। ওঁরা এবার সেই গলদ ও আবর্জনাকে সোজাসুজি অন্তরাল থেকে, মাটির তলদেশ থেকে খুঁচিয়ে খুঁড়ে বার করে এনে জনজীবনে বিতরণ করতে আরম্ভ করবেন তাদের শিশু বয়স থেকে। সে আবর্জনা নিয়ে অভাব নেই ছেলে মেয়েরা নিজেদের ব্যবহার করবে, সে প্রশ্নের উত্তর এই যে, বয়ঃপ্রবীণ অভিজ্ঞ এবং আধা অভিজ্ঞ শিক্ষা দাতার ও একদিন সংগৃহীত তাদের যে গুরুজ্ঞান ছেলেমেয়েদের পক্ষে সহজ প্রাপ্য না করে স্বাধীনতার মত কেবল নিজে হাতে ভোগ করে এসেছেন, সেই নিষিদ্ধ জ্ঞানটি, ভালমন্দ বিচারের ভাণ্ডারে পড়বার আগেই ছেলে মেয়েরা যদি হাতে পেয়ে যায় তবে তার সদ্ব্যবহার করতে তাদের আর অহেতুক বিলম্ব করতে হবে না। [illegible] দেরি করতে হচ্ছে অনেক ধৈর্য ও নৈষ্ঠিকতার অপচয় করে।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, আমরা বিস্ময়ে শুধু হতবাক হতে বসিনি, বস্তুত, একেবারে আতঙ্কিত হয়ে গিয়েছি। আমরা যে অভিযোগ করেছি যে স্বাধীনতার পরে ছেলে নতুন যুগের উপযোগী মানুষ গড়বার চেষ্টা হয়নি, আমাদের আত্মস্থিত বা আজ বিকৃতি প্রচলিত শিক্ষা সংস্কৃতির মৌলিক নবরূপায়ণের মাধ্যমে নবীন ভারতের উপযোগী নতুন চরিত্রের মানুষ গড়ে তোলবার কোন সুপরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি বলেই আমাদের স্বাধীনতা মানুষের জীবনে নতুন অর্থবহ হয়ে উঠছে না, জীবনে নতুন মূল্যবোধ জাগ্রত হচ্ছে না। তার জন্য প্রস্তুত [illegible] প্রতিক্রিয়া যে এই দাঁড়াবে অর্থাৎ আমরা যখন এযুগের মানুষের জীবনে নবত্বের সামগ্রিক উপলব্ধি ও নতুন আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করে তাকে দিয়ে নিজ গড়বার কথা ভাবছিলাম, তখন অন্যরাজ্যে [illegible] একজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যে ভিন্ন দেশ থেকে, অন্যকোন একরকমের শিক্ষা সংস্কৃতির কুরুচিপূর্ণ আবর্জনার সাহায্যে সেদেশব্যাপি একটা দানব সমাজ গড়ে তোলবার ষড়যন্ত্র আঁটছিল সে কথা আমাদের অভিযুক্ত যুব প্রজন্মের কর্ণধারেরা কল্পনা করতে পারেননি।

সম্প্রতি মাসখানেক সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি পত্র পত্রিকায় স্কুল শিক্ষার স্তর থেকে ছেলেমেয়েদের [illegible] যৌনতত্ত্ব শিক্ষা দেবার যে প্রস্তাবটির কথা যেন অনেকখানি স্থান জুড়ে

ছাপা হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সরকারী অনুপ্রেরণা ভিন্ন এমন একটি কষ্ট কল্পিত প্রস্তাব নিয়ে একাধিক পত্র-পত্রিকা যে প্রায়ই একই সঙ্গে সজাগ হয়ে উঠেছে এবং নিতান্ত নিজে-দেরই আগ্রহে, তড়িঘড়ি ব্যস্ততার সঙ্গে সমস্যাটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও গভীরতা জরীপ করতে বসেছে সেকথা আমরা কোনক্রমেই বিশ্বাস করতে পারছি না। তাছাড়া 'দ্রুত সার্ভে রিপোর্ট' হিসেবে যে ধরণের তথ্য পত্রপত্রিকার মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়েছে, তাহা মিথ্যাকে খাঁটি সত্যের মত করে সে ধরণের নির্লজ্জ প্রচার কর্ম সরকারী স্তর থেকেই মাত্র হওয়া সম্ভব—এরকম মজবুত বুকের পাটা আর কারু থাকা সম্ভব নয়। আমরা কলকাতা এবং মফস্বলের অন্ততঃ পঞ্চাশটি স্কুলে অনুসন্ধান করে সব জায়গা থেকে একটি মাত্রই জবাব পেয়েছি এই যে সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার কোন লোক এ ধরণের মতামত সংগ্রহের জন্য তাদের কাছে এ পর্য্যন্ত যায়নি। এমন কথাও অনেকে বলেছেন যে, এরকম উদ্ভট প্রস্তাব নিয়ে কোন বেসরকারী লোক এসে স্কুলের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে আলোচনা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমরা তাকে সোজাসুজি বাইরে যাবার দরজা দেখিয়ে দিতাম। অথচ একটি নামজাদা কাগজের ষ্টাফ রিপোর্টার বলছেন যে, তিনি নীচের দিকে বারো বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের ছাত্র ছাত্রীদের মতামত নিয়ে দেখেছেন যে তারা প্রায় সকলেই যৌনতত্ত্ব শিক্ষা পাবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহশীল। স্বভাবতঃই জানতে ইচ্ছা করে যে বারো বৎসর বয়সের ছেলে মেয়েদের মতামত জানবার জন্য "reproductory functions of the herbey & other connected issues" বলতে আমরা যা বুঝি সেগুলি কি ভাষায় এবং কিভাবে বুঝিয়ে এদের কাছ থেকে জবাব চাওয়া হয়েছিল। সাক্ এই নোংরা ঘাটাঘাটি করে লাভ নেই। সত্যভাষণে লাগাম থাকে এবং থাকতেই হয় যদি সত্য বলে সে শ্রদ্ধালাভ করতে চায়। কিন্তু মিথ্যাপ্রচারে কোন সীমা নির্দ্দেশ থাকে না—বিশ্বাস অবিশ্বাসের বাধা বন্ধন মানবার কোন নৈতিক দায়িত্ববোধের তার প্রয়োজনই হয় না। অতএব এরা যে বলছেন, চল্লিশের নিম্ন বয়স্ক সবাই প্রায় স্কুলে যৌন শিক্ষা দেবার প্রস্তাবে রাজি সে কথাটাও সত্য বলে ধরে নেবার কোন কারণ নেই। ওটা একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত কথা,—ওরা বলতে চান যে, স্বভাবতঃ রক্ষণশীল বয়সের বুড়োরাই মাত্র এমন একটা বিজ্ঞান-সম্মত প্রগতিশীল প্রস্তাবের বিপক্ষে। নতুন যুগের শিক্ষক এবং অভিভাবকরা উৎসাহের সঙ্গে ওদের অতি উদ্ভট ও নোংরা প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন। আশ্চর্য্য এই যে এমন একটা মূল্যবান বিষয় নিয়ে এতবড় একটা সমীক্ষা বা সার্ভে হয়ে গেল অথচ আমরা এমন অভিভাবক, ছাত্র, ছাত্রী বা কোন স্কুলের এমন কর্ত্তাব্যক্তি খুঁজে পাচ্ছিনা যে এই বিরাট ব্যাপারটায় যোগাযোগ এসেছিল বলে কবুল করছে। সুতরাং আমাদের সন্দেহ হচ্ছে এই যে শিক্ষা সমস্যা বা সংস্কার ব্যাপারটা নিতান্তই একটা লোক ভোলানো মুখোস আসল উদ্দেশ্যটা এর চেয়ে অনেক গভীর এবং ভয়াবহ।

এককালে ব্রিটিশ শাসকরা এদেশের বিপ্লবীদের নৈতিক চরিত্র শিথিল করে দেবার জন্য নানা রকম ফন্দী-ফিকিরের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তারা মনে করেছিল যে বিপ্লবীদের উন্নত মানের চরিত্রবলের কোমর ভেঙ্গে দিতে না পারলে বৈপ্লবীক কর্ম্মতৎপরতাতো বন্ধ করা যাবেই না, সমাজমনে এদের সম্পর্কে যে শ্রদ্ধার আসন আছে সেটাকেও ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া যাবে না। সুতরাং অর্থ দিয়ে,

বিলাসিতার দিকে আকর্ষণ করে এমন কি, ক্ষেত্র বিশেষে সুবিধা হবে বোধ করলে চরিত্রহানির উপকরণ যুগিয়েও ব্রিটিশ শাসকরা তাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে চেষ্টা করেছে। বৈপ্লবিক কাজে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জেল থেকে বার করে এনে এধরণের সুযোগ সুবিধা দেবার প্রলোভনও তারা দেখিয়েছে। ওদের উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত সীমিত এবং এই অভিসন্ধির লক্ষ্য ছিল মাত্র গুটি সংখ্যক যুবক। তারা যদি সর্ব্বাংশে সফল হতেও পারতো তা হলেও একটা গোটা দেশের সামান্যই ক্ষতি হোত। কিন্তু শিক্ষা-প্রগতির নামে বর্ত্তমান প্রস্তাব যে তারচেয়ে অনেক ব্যাপক এবং অনেক বেশী ক্ষতিকর সেকথা সমাজ হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। শিক্ষার নামে হোক বা জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করবার উদ্দেশ্যেই হোক, স্কুলের অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়েদের যৌন তত্ত্ব বা প্রজনন তত্ত্ব পারদর্শী করবার প্রস্তাবিত প্রচেষ্টা যে একটি অতিশয় দুরভিসন্ধি প্রণোদিত উদ্যম এই প্রস্তাব কার্য্যকরী হতে দিলে তা দ্বারা যে দেশের ও সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করা হবে তাতে আমাদেরও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এতই নির্লজ্জ এদের উদ্যম যে ছেলে মেয়েদের বদনামী করতেও এরা দ্বিধা করেনি। কোন একজন শিক্ষক নাকি ওদের বলেছেন যে যৌনতত্ত্ব বিষয়ে অনেক কথা ছেলেমেয়েরা বয়স্কদের চেয়ে বেশী জানে। আশ্চর্য্য গবেষণা!

যারা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের যৌনতত্ত্ব শিক্ষা দিয়ে, শিক্ষায় প্রগতী আনতে চাইছেন বলে দাবী করবেন বা করছেন তাদের আমরা জিজ্ঞাসা করছি,—এদেশের ক'টা স্কুলে ব্যক্তি জীবনের নৈতিকতা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে? পশ্চিমবঙ্গের এতগুলি স্কুলের মধ্যে কয়টা স্কুলে ছেলেমেয়েদের শরীর চর্চ্চার জন্য নিতান্ত প্রাথমিক পর্য্যায়ের ব্যায়ামাগার আছে? কয়টা স্কুলে খেলাধূলার ব্যবস্থা আছে বা জ্ঞানানুশীলনের জন্য মোটামুটি ধরণের গ্রন্থাগার বা রিডিংরুম আছে যেখান থেকে ছাত্রছাত্রীরা বই নিয়ে পড়তে পারে এবং অবসর সময়ে নানা ধরণের পত্র পত্রিকার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে? ইওরোপে লাটিন ভাষা বা হিব্রু ভাষা শিক্ষা এখনও লোপ পায়নি, কিন্তু এদেশে সংস্কৃত শিক্ষাকে এমন ভাবে অবহেলা করা হচ্ছে যে আর কয়েক বৎসর পরে গবেষনার প্রয়োজনে সংস্কৃত শিখতে হলে এদেশের উৎসাহি ছাত্রদের হয়তো অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের দ্বারস্থ হতে হবে, না হয়তো রুশীয়া বা অন্য কোথাও যেতে হবে। বিহুক উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবেই অনেক স্কুলে সংস্কৃত পড়ানো একটা দায়সারা গোছের ব্যাপার হয়ে উঠেছে। এদেশের ছেলেদের ইংরেজী পড়ানো হচ্ছে না—সেখানে একটা 'হটাও" আন্দোলনের অবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়েছে। শুনছি, বাংলায় বেশীর ভাগ ছেলেই ফেল করে অথবা কম নম্বর পায়। সংস্কৃত উঠে যাচ্ছে, দারোয়ানী হিন্দী অনেকে শিখতে আরম্ভ করেছে শুধুই চাকুরী পাবার আশায়—তার চেয়ে উচ্চ মানের হিন্দি পড়াবার মত প্রয়োজনী সংখ্যক শিক্ষকও নেই। এদেশের ছেলেরা ভূগোল জানেনা বলে অপবাদ ছড়িয়ে আছে দেশ বিদেশে; অথচ আধুনিক কালে, ভূগোল জ্ঞানের প্রয়োজন হয় সর্ব্ব বিষয়ে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ব্যবসানীতি ইত্যাদি যে কোন একটি বিষয়ে পারদর্শী হতে হলে ভূগোল জ্ঞানের প্রয়োজন অবশ্বীকার্য্য। ভালকরে ভূগোল পড়া যায় এমন ব্যবস্থা আছে কি শতকরা দশটা স্কুলেও? ভাল শিক্ষক আছে কি? খোঁজ

করলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যানচিত্র পাওয়া যাবে কি শতকরা দশটা স্কুলেও? ইতিহাসকে এখনও আমরা জাতীয় ইতিহাসের মর্যাদায় আনতে পারি নি। যা হচ্ছে সে শুধু জাতীয় ইতিহাসের মুখ ভ্যাংচানো। বিজ্ঞান শিক্ষার মান মর্যাদা যে স্তরে নেমে এসেছে সে কথা না তোলাই ভাল। তবু এই দিকটা সম্ভবতঃ, অন্য সকের তুলনায়, কিছুটা সচল আছে। পড়াশুনা স্কুল কলেজে হয় না, পরীক্ষা গ্রহণ বন্ধ হয়ে যাবার পথে বসেছে দেশ স্বাধীন হবার চব্বিশ বৎসর পরে, এই হচ্ছে আমাদের শিক্ষা জগতের চিত্র ছেলেরা এটা পড়তে চায় না, ওটা পড়তে চায় না, কেননা এতে চাকুরী পাওয়া যাবে না বলে চাকুরীই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয় যদিও তবু চাকুরী হবে না কেন! ইংরেজ আমলে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সংস্কৃত কলেজ থেকে এবং কলকাতা মাদ্রাসা থেকে পাশ করা ছেলেদের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি, সেকালের দেশীয় লোকদের আকাঙ্খিত, উচ্চ সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হবার অধিকার আদায় করে নিয়েছিলেন। আজ সে মানুষ নেই যার শিক্ষার প্রতি সেই মমত্ব বোধ আছে, শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় কল্যান সম্প্রসারণের সেই আদর্শবোধ আছে। তাই একদল নীতি নিষ্ঠাহীন, আদর্শবোধহীন অপশিক্ষা প্রাপ্ত আমলা শ্রেণীর হাতে পড়ে শিক্ষাজগতে একটা ভয়াবহ নৈরাজ্য সৃষ্টি হতে চলেছে। এরা শিক্ষাকে অপশিক্ষা করতে জানে এবং পাঠ্যবই পাবলিসারদের কাছ থেকে টাকা রোজগারের উপায় জানে। প্রকৃত শিক্ষাকে অপশিক্ষা মূলক বিপথে পরিচালিত করে তাকে সামাজিক ভ্রষ্টাচারের নির্ব্বিরোধ বাহনে পরিনত করবার ষড়যন্ত্রজাল সৃষ্টি করতে এরা বদ্ধ-পরিকর ইংরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের স্কুল কলেজে যৌন শিক্ষার প্রবর্ত্তন করে সে সব সমাজের যে কদর্য্য রুচি ও চিত্র তাদের ব্যক্তি জীবনকে আশ্রয় করে ফুটে উঠেছে, তাকে আজ তারা দুই হাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হতে চাইছে। আর আমরা তাদের সেই পূতি গন্ধ ময় পাঁক সর্ব্বাঙ্গে মেখে ধন্য হবার জন্য, অথবা আমাদের জাতীয় জীবনের সুচিতাকে কবর দিয়ে বৈদেশিকতার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছি। একেই আমরা বলতে চাইছি আমাদের শিক্ষানীতির অগ্রগামী পদক্ষেপ। ভ্রষ্টাচারী পিতার যেটুকু লজ্জাভয় থাকে, ভ্রষ্টাচারে জন্মলব্ধ সন্তানের সেটুকু সঙ্কোচও থাকে না বলে শুনতে পাই। আজকের এই সমাজ অন্ধ, কালা ও বোবা। সে না পায় কিছু স্পষ্ট ভাবে দেখতে, না পায় শুনতে, না পারে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করতে। অথবা, এও হতে পারে যে নিজের কোন কার্য্যকরী শক্তি সম্পর্কে তার নিজেরই আর কোন বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় নেই গড্ডলিকা প্রবাহে সে শুধু ভেসে চলেছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, সরকারী স্তরে দুর্নীতির অবাধ সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এক সাংবাদিক বন্ধু বলেছিলেন যে ঐ রাইটার্স বিল্ডিং-এর বাড়ীটা যদি আগের যুগের বিপ্লবীরা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে যেত তবে একটা কাজের মত কাজ হোত। ঐ বাড়ীটার ঐতিহ্যই খারাপ। ওখানে যে গদিতে বসে তাকেই ঐ বাড়ীটার কলঙ্কিত ঐতিহ্য পেয়ে বসে। এদেশের রক্ত নিংড়ে বিদেশীদের স্বার্থে গড়া ঐ বাড়ীতে বসে দেশের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল কেউ কখনও করতে পারবে না। কথাটা তখন গায়ে মাখিনি বা গুরুত্ব করে কানে তুলিনি। একটা সাহিত্যিক ভাবাবেগের আকস্মিক উত্তপ্ত উচ্ছ্বাস

(শেষাংশ ১৪ পাতায় দেখুন)

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একদিন

—শ্রীসতীকৃষণ সেন

"আমার দেশের মাটি বড় উর্ব্বর। ক্ষেতের দিকে চেয়ে দেখুন, সোনার ধান, কেমন তার গোছা। আশ্চর্য্য এই দেশ।"

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে 'টুরে' বেরিয়ে ছিলাম। আগের দিন বাজারে চালের দর দেখেছি একটাকা পাঁচসিকে কিলো। কারণটা এখন বোঝা গেল। রুটি মাখন চিনি সবই খোলা বাজারে পাওয়া যায়। ডিম টাকায় চারটি, মাংস সাড়ে সাত টাকা কেজি, সরষের তেল পৌনে ন'টাকা কিলো। যদিও উত্তর প্রদেশ থেকে এই সহরের দূরত্ব কলকাতার তুলনায় তিনগুণ। সহরটির নাম গোপন রাখতে হচ্ছে, কলকাতার হাঙ্গররা পাছে সেখানে গিয়ে 'বেওসা' সুরু করেন।

"এবার খুব ভাল ধান উঠবে। রাজ্য খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। যদিও সেচের তো
যায় নি, পাওয়া যায় নি উপযুক্ত পরিমান সার।"

"আমরা তো শুনতাম এই ছোট 'বর্ডার স্টেট'টি বাস্তুহারাতে ভরে গেছে, কেন্দ্র থেকে খাদ্য না আসলে এদের উপোষে থাকতে হয়।" "সে ছিল একদিন, যখন তেলেঙ্গানার মত এখানেও 'মুক্তাঞ্চল' গড়েছিলেন পার্টি। এখন যুগ বদলে গেছে, শান্তি ফিরে এসেছে। পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা কৃষক রাজনীতির আবর্ত্তে তলিয়ে না গেলে কি ফলাতে পারে এরা তা দেখিয়েছে। আদিবাসী কৃষক 'জুম' ছেড়ে ক্ষেতে নেমেছে, দেশের চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে। সবই দেখাবো।"

"সেদিন প্লেনে আপনার সঙ্গে একজন স্বামীজিকে দেখলাম।"

"তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের রাঁচি শাখার কৃষিবিদ, স্বামীযুক্তানন্দ। তাঁকে এখানে এনেছি বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষি প্রবর্ত্তণের উদ্দেশ্যে। তাঁর কর্মপদ্ধতি আমাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত (impressed) করেছে। তিনি নিজে ছাত্র চয়ন করেন, নিজের কৃষিবিদ্যালয়ে তিন মাস শিক্ষা দেন, প্রয়োজনীয় হাতিয়ার পত্র সরবরাহ করেন, কৃষিঋণ পাইয়ে দেন। আমি তাঁর কয়েকটি গ্রামীন কর্ম্মক্ষেত্র পরিদর্শন করেছি, খামারীদের সঙ্গে কথা বলেছি। খুবই প্রভাবিত হয়েছি। কাজকর্ম্ম ও আত্মবিশ্বাস দেখে। .....কৃষিতে বিপ্লব আনতেই হবে, নইলে ক্রমবর্দ্ধমান বেকারী দূর করা যাবে না।

"কয়েকটা কলকারখানা খুলতে পারলে সমস্যাটার সমাধান করা যেত। কিন্তু জানেন তো, এ রাজ্যে কয়লা নেই। কেন্দ্র থেকে কয়লার 'কোটা' পাই, কিন্তু 'কোটা' দিয়ে কারখানার চাকা

ঘোরানো যায় না, সেজন্য চাই কয়লা। বিদ্যুৎ পাই 'আসাম গ্রীডের দাক্ষিণ্যে, যখন খুসী যতক্ষণ খুসী 'লোড শেডিং' সহ্য করতে হয়।"

"শুনেছি ডাঃ রায়ের সময় একটা জলবিদ্যুতের কাজ আরম্ভ হয়েছিল"

"ডম্বুর প্রজেক্ট।—এখানে কি 'snow-fed' নদী আছে যে বারো মাস টলটলে জল আসবে, চাকা ঘোরাবে আর বিদ্যুৎ বেরিয়ে আসবে? আমাদের নদী বর্ষাকালে ঘোলাজলে ফুলে ফেঁপে ওঠে, শীতে শুকিয়ে যায়। বছরে তিন চার মাস বিদ্যুৎ আমার কোন কাজে লাগবে? পলিমাটিতে জলাধার ভরে যাওয়ার কথা ছেড়েই দিলাম। "একটি মাত্র আশা, এই রাজ্যের নীচে আছে বিশাল তেলের ভাণ্ডার। গত বছর থেকে O. N. G. C. (Oil & Natural Gas Commission) কুয়ো খুঁড়তে আরম্ভ করেছে। 'গ্যাস' পাওয়া গেছে, তেলও পাওয়া যাবে সবাই বলছেন। যাবেন নাকি ড্রিল দেখতে? সামনেই সেই তেলিয়া মুড়ার পাহাড়, দিন রাত কাজ হচ্ছে।"

টুর প্রোগ্রামে ছিল না, খবরও দেওয়া হয়নি। পাইলট কার এগিয়ে চলে গেছিল, talkie' সেট থেকে খবর পেয়ে ফিরে এল। ততক্ষণে মুখ্যমন্ত্রী গাড়ী থেকে নেমেছেন।

"সার, কোন খবর দেন নি, হঠাৎ—"

"এই রকম surprise visit না দিলে কি কাজের ফাঁকি ধরা যায়? কেমন তোমাদের কাজের Progress, তেল কেন বেরুচ্ছে না? ইঞ্জিনিয়াররা ব্যস্ত হয়ে পড়ল, বুঝাল কি ভাবে কাজ হচ্ছে। গ্যাস জ্বালিয়ে দেখাল, Laboratory তে Analysis দেখাল।

মাটির নীচে রত্ন ভাণ্ডার কিন্তু দৈত্যের দুর্গের মত সুরক্ষিত। খুঁড়বেন আর তেল তুলে আনবেন সেটি হবার নয়। বিদেশ থেকে ভারি যন্ত্রপাতি এসেছে, অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার দল দিবারাত্রি পরিশ্রম করছেন। মাটি উঠছে, বালি উঠছে, ড্রিল নেমে যাচ্ছে, হাজার মিটার দু'হাজার মিটার।.....পথ রোধ করে নরম কাদার 'লেয়ার', যা খুঁড়ে শেষ করা যায় না। পাশ থেকে এসে 'চোষ' (choke) করে, ড্রিলের মুখ বেঁকে যায়। ঢালো বস্তা বস্তা সাদা ভারি মাটি, ঠেলে কাদা সরিয়ে দেও। ঘোরাও ড্রিল সেই সাদা মাটির মধ্যে। এর পর হয়তো আবার এলো বালি বা মাটি কিম্বা হয়ত শক্ত পাথরের 'চাঙড়'। ড্রিলের মুখই ভেঙ্গে গেল!.....তেলের ভাণ্ডারের সন্ধান পেলেই হ'ল না, সেখানে পৌছবার পথের নিশানা পাচ্ছ কোথা থেকে?

O. N. G. C. ছেড়ে আমাদের মোটরের মিছিল ছুটে চলল উত্তর দিকে পাহাড়ী পথ এঁকে বেঁকে উঠেছে, আবার এঁকে বেঁকে নেমেছে। ছোট রাজ্যটি উত্তর দক্ষিণ লম্বা কয়েকটি পাহাড় শ্রেণী দিয়ে বিভক্ত। যেন টেবিলের উপর ছড়ানো হাতের চারটি আঙ্গুল। পূব দিক থেকে প্রথম আঙ্গুলটি পার হয়ে আমরা দ্বিতীয় উপত্যকা দিয়ে চলছিলাম। দুপুরে আহারাদির জন্য একটা ডাক বাংলায় থামলাম। পথের ধারে বড় পোষ্টার, মুখ্যমন্ত্রীর বাণী।

"এবারের আমন সংগ্রহের উপর আমাদের আগামী দিনের উন্নয়ন অনেক খানি নির্ভর করছে। এই জন্য প্রশাসনকে গ্রামের মানুষের কাছাকাছি যেতে হবে। সংগ্রহ ব্যবস্থাকে জোরদার করে কৃষকের

হাতে পয়সা তুলে দেওয়াই আমাদের নীতি।"—সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি। উপরে কপাল জোড়া টাক, নীচে একমুখ দাড়ির ফাঁকে মৃদু হাসি।

বিকেল পড়ে এসেছে। সামনে পাইলট কার, শেষে পুলিশের গাড়ী। মাঝখানে মুখ্যমন্ত্রীর 'আমবাসাডার'ও একখানা ষ্টেসন ওয়াগন। অকস্মাৎ একটা হাটের মধ্যে এসে গতি রুদ্ধ হল সেই রাজসিক মোটর কেডের। পথ রোধ করে হাজার খানেক মানুষ। পাইলট গাড়ী থামতেই জনতা ঘিরে ফেলল আমাদের। কলকাতার মানুষ আমরা 'ঘেরাও' দেখতে অভ্যস্ত। ইট পাটকেল ছুঁড়বে কাঁচ ভাঙ্গবে, নিরীহ সাংবাদিক বলে আমারও ছেড়ে দেবে না। ততক্ষণে মুখ্যমন্ত্রী গাড়ী থেকে নেমেছেন, ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। একজন আদিবাসী যুবকের ঘাড়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন "কিরে তোর বাবা আসে নি?" অন্য জনকে বগলদাবা করে হেসে বলছেন "হাঁ দেখতে এসেছিস বই কি? এসেছিলি হাটে, শুনেছিস মুখ্যমন্ত্রী আসবে, তাই দাড়িয়ে আছিস মজা দেখতে।"

ইতিমধ্যে একজনের চাদরের নীচে থেকে একটি গাঁদা ফুলের মালা বেরিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর গলায় সেটি শোভা পাচ্ছে। ওদের অনেক নালিশ আছে। মুখ্যমন্ত্রীকে না শুনিয়েই ছাড়বে না।

সভা বসেছিল কাছাকাছি একটা ইস্কুলঘরে। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোকে মুখ্যমন্ত্রী তাদের কথা শুনছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর হাসিও শোনা যাচ্ছিল। ইটের বদলে ফুলের মালা দেখে ততক্ষণে আমার সাহস হয়েছে। ভিড় ঠেলে ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। বাইরে থেকে যেটুকু বোঝা গেল তার ভাবার্থ এইরকম—। ওরা সরকারী বিজ্ঞপ্তি দেখেছে। রেডিওতে শুনেছে ধানের দাম পাবে ৭০-৭৫ টাকা প্রতি কুইন্টাল, পাটের ৪৫ টাকা মন। উৎফুল্ল হয়েছে, দুটো পয়সার মুখ দেখবে আশায় কর্জ্জ করে খরচ পত্র করেছে।—এখন সরকারের লোক ধান পাট কিনছে না কেন? ধান হয়ে গেছে ৫০ টাকা কুইন্টাল, পাটের দর ৩০ টাকা মন। ওরা বুঝতে পারছে না মানে বিশ্বাস করতে পারছে না সরকারের এ কোন খেলা!

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে মুখ্যমন্ত্রী বেরিয়ে এলেন, রাগে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছে, মুখ দিয়ে কথা সরছে না। "আমার দেশের মানুষগুলো বড় সাদাসিধে, অত্যন্ত ভাল মানুষ। এত বয়স হয়েছে, তবু ছেলেমানুষ; অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে পথ চলেছে কিনা তাই বুঝেছে তৃষ্ণার্তের মুখের কাছে তুলে ধরা জলপাত্রটা হঠাৎ কেড়ে নিয়ে ধূলায় ভেঙে দেওয়াই ভাগ্যবিধাতার সব চেয়ে প্রিয় খেলা।... অন্য দেশ হলে আজ রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যেত।"

জেলা সদরে পৌছবার কথা সন্ধ্যা ৬টায়, পৌছলাম রাত আটটার পরে। মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবার জন্য 'যুব কংগ্রেস' ও মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন সহরের প্রবেশ পথে অপেক্ষা করছিল কয়েকটি তোরণও দেখা গেল পথের মাঝে মাঝে। এখানে একটা কথা বলা দরকার। এই রাজ্যে শ্রমশিল্প বা Industry বলতে একটিই; তা পরিবহন সংক্রান্ত। লরি, বাস, ট্যাক্সি ও কয়েকটি মেরামতি কারখানা। তাই ইউনিয়নও একটিই—মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন। আগে এটা ছিল 'আনন্দমার্গী' দের দখলে এখন কংগ্রেস সেটি অধিকার করেছে।

ডাক বাংলোয় অপেক্ষা করছিলেন স্থানীয় এম এল এ ও সহরের গণ্যমান্য ভদ্রবৃন্দ। প্রশাসনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সাহেব ও বনবিভাগের কর্তারা। আর বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল অগণিত দর্শনার্থী জনতা, বিকেল থেকে অপেক্ষা করছে। প্রথমেই প্রশাসন। প্রথম প্রশ্ন ধান সংগ্রহ [Procurement] কেমন হচ্ছে? "মোটামুটি ভালই। তবে বস্তার অভাবে একটু অসুবিধা হচ্ছে। বস্তার ফরমাস (Requisition) দিয়েছি, এসে পড়লেই—"

"না এলে ধান সংগ্রহ বন্ধ? আমার অর্ডার আছে, তোমরা অফিসাররা আছো, গুদাম তৈয়ারীর জন্য সরকার টাকা দিচ্ছে। Levy নয় জবরদস্তি নেই, ভালবেসে কৃষক ধান বেচতে চায়, আর বস্তার অভাবে Procurement বানচাল হয়ে যাবে? সেই যে পড়েছিলাম—'for want of a rail a kingdom was lost' সেই গল্প দেখছি,—কেন বাঁশ দিয়ে কটা 'মড়াই' তৈয়ারী করাতে পারোনি? মড়াইতে ধান রাখা যায় না? সবই কি আমায় বলে দিতে হবে?

"দুষ্ট লোকে কি বলে জানো? বলে, আমরা Procurement বন্ধ রেখেছি, ধানের দর ফেলে দিচ্ছি, পাইকারদের সস্তায় ধান পাইয়ে দেওয়ার জন্য। পরে আমরা ওদের কাছ থেকেই ৭৫ টাকা কুইন্টাল দরে কিনবো। গ্রামের চাষী বঞ্চিত হবে, টাকা লুঠবে পাইকারের দল।

"এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে স্টেটমেন্ট পাঠাবে—কত হেকটার জমিতে ধান হয়েছে, কত কুইন্টাল ফলনের আশা (expected production) কতটা সংগ্রহনের লক্ষ্য (Target) এবং কতটা সংগৃহিত হল। চাট করে পাঠাবে।... Procurement আরও Procurement, এখন Procurement ছাড়া আর কাজ নেই।"

সরকারী কর্মচারীরা বিদায় নিলেন, এলেন এম. এল. এ ও সহরের ভদ্রবৃন্দ। এখানে রাস্তা ওখানে সেতু, এটা ভেঙ্গে গেছে ওটা ভেঙ্গে পড়ছে। 'বর্ডার রোড ডিভিসনের' নামে নালিশ। ওরা রাস্তা মেরামত করছে না। 'বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স' পাচার কারীদের মদৎ দিচ্ছে, এই সব বৃত্তান্ত। এর পর আরম্ভ হল অন্য দর্শনার্থীর ভিড়। বেশীর ভাগই চাকরীপ্রার্থী। নিজের দুঃখের কথা বলবে, বলতে আরম্ভ করলে আর থামবে না। যত বেশীক্ষণ বলতে পারবে মুখ্যমন্ত্রীকে, চাকরীর স্বর্ণমৃগ তত তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে, এই বিশ্বাস।

"কাজ তোমাদের সকলকে দিতে পারি, এই মুহূর্তেই দিতে পারি। শুধু গণতন্ত্রের দেশ বলেই পারছি না। আমার হাতে অনেক কাজ, অনেক রাস্তা বানাতে হবে, সেজন্য বাইরে থেকে শ্রমিক আনাতে হচ্ছে। তারা মোটা রোজগার করে, সব টাকা বাইরে পাঠায়। করবে সে কাজ? যদি কর, ওদের চেয়ে বেশী মাইনে দেব তোমাদের। কারণ সে টাকা দেশের মধ্যেই থাকবে। কিন্তু তোমরা সে কাজ করতে চাইবে না। যদি এটা স্বৈরতন্ত্রের দেশ হত, তোমাদের এই কাজই করতে হত। নইলে 'র‍্যাশন' পেতে না, অন্ন জুটতো না। কিন্তু দেশটা গণতন্ত্রের, এখানে তোমাদের স্বাধীনতা আছে, কাজ না করার স্বাধীনতা। তোমাদের পছন্দ শ্রমশিল্প or industry আবার শুধু মানুষ দিয়ে চলে না। একে চালাবার জন্য চাই কয়লা, চাই বিদ্যুৎ, চাই মাটির নীচের তেল। Power ছাড়া

(শেষাংশ ১০ পাতায় দেখুন)

বিপ্লবী ভারত শহীদনামা

(চতুর্থ স্তবক)

অগ্নিযুগের আহ্বান—৬২

নতুন আলোর কথা

—জটায়ু

সে কথা এখন থাক। আপাততঃ স্বামীজী চললেন লণ্ডনের পথে দ্বিতীয় দফায় পশ্চিম দুনিয়া সফরে। প্রথমবারে আমেরিকা হয়ে পরে লণ্ডনে এসেছিলেন। এবার যাত্রার মুখ পরিবর্ত্তিত হোল—আগে যাবেন লণ্ডনে। সেবার ছিলেন একা অজানা পথের সঙ্গীহীন পথিক—যাচ্ছিলেন অজানা পৃথিবী আবিষ্কার করতে আর অজানা মানুষের হৃদয় জয় করতে। এবার সঙ্গে আছেন প্রিয় শিষ্যা নিবেদিতা। চলেছেন যেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর বেশে—গুরুর মর্য্যাদা নিয়ে শিষ্যাদের জন্য শুভেচ্ছা বহন করে। কতই না পার্থক্য। বস্তুতঃ বাইরের এই পার্থক্য যতই কেননা হৃদয়গ্রাহী হোক স্বামীজীর এই সময়কার চিন্তা ভাবনার মধ্যে যে পরিবর্ত্তন সূচিত হয়েছিল সেও বড় কম বিস্ময়কর নয়, যদিও অতি অন্তরঙ্গজন ছিন্ন সেটা অন্য কারু পক্ষে সহজে লক্ষ্য করবার মত স্থূল বস্তু ছিল না।

পরিবর্ত্তনটা আরম্ভ হয়েছিল এবারকার পশ্চিমযাত্রার আগে থেকেই। স্বদেশানুরাগ প্রবল থেকেই স্বামীজীর ধর্মীয় জীবনের একটি অনন্য সাধারণ বিশেষত্ব ছিল। ছিল সেটা তাঁর অদ্বৈত বেদান্তবাদী বিশ্বমানব প্রীতির মধ্যে একাত্মভাবে সমাহিত। এবন সহসা সেখানে একটু প্রলয়ঙ্কর আলোড়নের ঘূর্ণী ঝড় এসে যেন সমস্ত পাল্টাতে চাইছিল। পশ্চিম-যাত্রার পূর্ব্বে যখন ভগ্নী নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে ভারত পর্য্যটন করছিলেন তখন ক্ষীরভবানীতে অবস্থান কালে সহসা এই ঝড়ের হাওয়াটা তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছিল। একদা এই ক্ষীরভবানীর মন্দিরটি মুসলমানরা ভেঙ্গে ফেলেছিল। পথ চলতে চলতে নিবেদিতাকে সেই গল্পটাই বলছিলেন। 'আমি যদি তখন উপস্থিত থাকতাম তবে মন্দির আমি রক্ষা করতে পারতাম।' স্বামীজী বিশ্বাস করতেন যে তিনি [সেই মুহূর্ত্তে একটি দৈববাণী শুনেছিলেন, 'তুই আমার রক্ষা কর্ত্তা না আমি তোকে রক্ষা করবো!' মানুষ হিসেবে একটা প্রাণান্ত বোধের সমস্ত দম্ভ ও স্পর্দ্ধা যেন তদ্মুর্ত্তে ধূলায় লুটিয়ে পড়েছিল। মন্দিরে পৌঁছে, সন্ধ্যাবন্দনাদির পর যখন ধর্ম্মালোচনা করছিলেন তখন সেখানে একখানি কালীমূর্ত্তির পট আনিয়ে নিলেন। সহসা যেন প্রথম জীবনে দক্ষিনেশ্বরের পরিবেশটি তাঁর মনে এসে বাসা বাঁধতে আরম্ভ করলো। কালী মূর্ত্তি দেখে, নিবেদিতা কিছু বিস্মিত হলেন। মূর্ত্তি পূজার প্রতি এই ধরণের আকর্ষণ বা অনুরাগের আভাষ স্বামীজীর চরিত্রে তিনি ইতিপূর্বে কখনও লক্ষ্য করেন নি। নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করলেন,—Perhaps, Swamiji, Kali is the Vision of Siva! Is she?" স্বামিজী মুহূর্ত্ত মাত্র নিবেদিতার প্রতি বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সাগ্রহে বললেন,—"Well! Well! Express it in your own way" আবার শান্ত কোমল কণ্ঠে বললেন, "Express it in your own way." এই সময়েই—দু'এক দিন আগে বা পরে স্বামীজী তাঁর বিখ্যাত কবিতা "Kali the Mother" রচনা করেছিলেন। সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর অননুকরণীয় কবি প্রতিভার অনন্যতম সাক্ষ্য রেখে গেছেন এই কবিতাটির একটি অনবদ্য অনুবাদের মধ্যে। কবিতাটির মর্ম্মাংশ কবি সত্যেন্দ্র নাথের ভাষায় আছে—

"তোর ভীম চরণ ক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে,
কালী তুই প্রলয় রূপিনী, আয় মাগো আয় মোর পাশে।"

এই প্রলয়করী মৃত্যু রূপিনী মা জীবন প্রভাতে একদিন তাঁকে গৃহত্যাগী করে, গেরুয়া পরিয়ে পথে বার করে দিয়েছিলেন, আজ আবার তিনি সেই গৃহত্যাগী সন্তানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন কোন্ প্রলয়ের আশীর্বাদ নিয়ে কে জানে। স্বামীজী নিজেও একে শিবশক্তির সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছেন এবং অনুভব করেছেন। প্রলয়ের সৌন্দর্য্য, প্রলয়ের মধ্যে সৃষ্টির কল্যাণাভাষ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। পশ্চিম থেকে ফিরে আসবার পরেও প্রায়ই কথায় কথায় বলতেন,—'শিব হঠাৎ এসে আমার মাথায় চেপে বসেছেন, কিছুতেই নামছেন না' স্বামীজী আদ্যাশক্তিকে মাতৃরূপে যেভাবে পূজা করতেন তার একটি অনবদ্য বিবরণ আছে, ভগ্নী নিবেদিতার "The Master As I saw him" গ্রন্থের অন্তর্গত 'The Swami & Motherworship অধ্যায়ে। লণ্ডনের পথে যে ছয় সপ্তাহ জাহাজে ছিলেন, তখনকার দৈনন্দিন আলোচনার যে বিবরণ পাই আমরা ভগ্নী নিবেদিতার লেখা থেকে, তার মধ্যে এমন একটি আকস্মিক নতুন সুরের গুঞ্জন শুনতে পাই যার অর্থ বা মর্ম্ম কথা, তখনও হয়তো সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। বলতেন—"I love terror for its own sake, despair for its own sake, misery for its own sake. Fight always, Fight and fight on though always in defeat. That's the ideal, That's the ideal." —অর্থাৎ, আমি সন্ত্রাসের জন্যই সন্ত্রাসকে ভালবাসি, হতাশার জন্যই হতাশাকে ভালবাসি, দুঃখের জন্যই দুঃখকে ভালবাসি। যুদ্ধ চাই সর্বদা সর্ব্ব অবস্থায়। যুদ্ধের পর যুদ্ধ করে যাও যদি বারম্বার পরাজয় ঘটে তবুও। এটাই হোক আদর্শ—একেই জানবো আদর্শ বলে। জানিনা অদ্বৈত বেদান্তবাদের কোন সূত্র ধরে এখানে এসে পৌঁছান যায় কিনা! তবে এটা একটা নতুন সুর যার অস্পষ্ট আভাষ ছিল জাতিকে বীর্যবান হবার জন্য স্বামীজীর চিরপরিচিত উদাত্ত আহ্বানের মধ্যে কিন্তু অক্লান্ত, অনমনীয় ও অপরাজেয় যুদ্ধঘোষের সুস্পষ্ট আহ্বান তাঁর কণ্ঠে ধ্বনীত হোল এই প্রথম। এই প্রথম তিনি সংগ্রামী জীবনবাদের একটি আদর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরলেন যার্থহীন ভাষায়, ভাব বিকাশের মধ্যে কোন সংমিশ্রণের জড়তা না রেখে।

স্বামীজীর এই সময়কার চরিত্রে আর একটি 'লাইফোনিক' গতি প্রবণতার শান্ত সমাহিত ভাব এসে গেছে। ঝড়ের দেবতা যেন একটা হিসাব নিকাশ করতে বসেছেন যে তাঁর উদ্দাম গতি-বেগের আঘাতে ও প্রত্যাঘাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কোথায় কতটা হয়েছে। কোথায় বা মেরামতি কাজ দরকার আর কোথায় বা সংযোজন সংরক্ষণের প্রয়োজন। এই সময় ভগ্নী নিবেদিতা ইংলণ্ডে এবং বিশেষ করে আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে, যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার তাত্ত্বিক অংশ সমূহে দেখা যায় অদ্বৈত বেদান্তবাদী ব্রহ্মানুভূতির সঙ্গে ব্যক্তি জীবনে মাতৃসাধনার স্থান ও তৎপ্রসঙ্গে মূর্তি বা বিগ্রহ সমন্বিত সামজস্য স্থাপনের আগ্রহ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। ব্যক্তি জীবনে বা সমাজ জীবনে মুক্তি কামনা প্রসঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শের মধ্যে পার্থক্য একটা সুচিন্তিত ব্যাখ্যায় পরিণতি লাভ করছিল। লোকমনের স্তর ভেদে এই সকল আদর্শের আপেক্ষিক বিভিন্নতাগুলিকে সূত্রাকারে গ্রথিত করবার চেষ্টা চলছিল অতি সুনিপুণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, সকল তত্ত্ব চিন্তার মধ্যে মাতৃভাবটিকে একটি সুস্পষ্ট ও বিচার সিদ্ধ বিশিষ্ট স্থান দান করে, তাকে নৈর্ব্যক্তিক কুয়াশার জাল থেকে মুক্ত করে লোকায়ত মানসের গ্রহণ ও অনুভূতি যোগ্য করে তোলবার আগ্রহ তখন এতই সোচ্চার হয়ে উঠছিল যা ইতিপূর্বে কখনও এমন ভাবে প্রকাশ পায়নি। যৌক্তিকতার ক্ষেত্রে ভগ্নী নিবেদিতার এই সকল চিন্তা ভাবনাই যে স্বামীজীর তৎকালিন চিন্তা ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত এবং অনুপ্রাণিত হচ্ছিল তাতে নিশ্চয়ই কোন সন্দেহ বা সংশয় থাকতে পারে না।

স্বামীজীকে দেখছি, এ যাত্রায় মাত্র মাস পাঁচেকের মত লণ্ডনে থেকে ১৮৯৯ সালের মাঝামাঝি একাই আমেরিকার পথে রওনা হয়েছেন। নিবেদিতা তাঁকে অনুসরণ করলেন একমাস পরে। আমেরিকায় পৌঁছে

একটি পুরো দিনও তিনি নিউইয়র্কে থাকলেন না। সামান্য কয়েক ঘণ্টার জন্য নিউইয়র্কে বিশ্রাম নিয়ে সোজা পৌঁছলেন, নিউইয়র্ক থেকে একশ পঞ্চাশ মাইল দূরে তাঁর ভক্ত মিঃ ও মিসেস লিগেট দম্পতির পল্লী নিবাসে। মন যেন তাঁর স্বাইতঃই চাইছিল চিন্তা ভাবনার জন্য উত্তেজনাহীন অবসর। নভেম্বর মাসে নিউইয়র্কে আসতে হোল সেখানে স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত আশ্রমের উদ্বোধন উপলক্ষে। সেখানে তিনি বক্তৃতা দিলেন এবং মাসখানেক ধরে পাশাপাশি সহর বোষ্টন, ফিলাডেলফিয়া, ব্রুকলিন ইত্যাদি স্থানে বেদান্ত ধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা করলেন। এই সময় নিবেদিতাও তাঁর সঙ্গে থাকতেন। চিরপরিচিত বিষয় বস্তুর মধ্যে নিত্য নতুন ভাব ও তত্ত্বের অবতারণা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল প্রায় প্রতিটি বক্তৃতায়। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই চিকাগোর পথে রওনা হলেন ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে। একাদিক্রমে প্রায় সাত মাসের মত ক্যালিফোর্নিয়াতেই কাটালেন। স্বামীজীর মনে এই সময় থেকে যে কয়েকটি ভাবের বিশিষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রথমতঃ, সাধন ভজন, ধর্ম বা ঈশ্বরতত্ত্ব সমস্তটাই যতদূর সম্ভব লোকায়ত্ত অনুভূতি ও ব্যবহার যোগ্য করে তোলা। ধর্ম বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি কিছু থেকে থাকে তবে তাদের থাকতে হবে মানুষের জন্যই এবং মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। তা না হলে তাদের অস্তিত্বের স্বার্থকতা থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, সাংখ্য দর্শনের প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং সেই সূত্রে অদ্বৈতবাদী তত্ত্বের মধ্যে মাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা দান। পুরুষ ও প্রকৃতি দুইজন নয়, বস্তুতঃ একজন। মাতৃভাবের উদ্বোধন ভিন্ন শক্তি সাধনা অসম্পূর্ণ। তৃতীয়তঃ, যোগ সাধনার প্রতি তাঁর নতুন আগ্রহ। ক্যালিফোর্নিয়াতেই তিনি সর্বপ্রথম তাঁর শিষ্য ও শিষ্যাদের রাজযোগ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। বস্তুতঃ, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ভারতীয় দর্শন প্রচার উপলক্ষে পাতঞ্জলাদি শাস্ত্র নির্দিষ্ট যোগ শিক্ষার প্রবর্তন এখান থেকেই সুরু হয়েছিল।

১৯০০ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষ ভাগে ক্যালিফোর্নিয়ার রাজধানী সানফ্রান্সিস্কোর পৌঁছলেন সেই হলে স্বামীজী তাঁর "সার্বজনীন ধর্মের আদর্শ" নামক সুবিখ্যাত বক্তৃতা দান করেন। এর পরেই, এপ্রিল মাসে দেখতে পাই অন্যতম প্রিয় শিষ্যা মিস্ ম্যাক্লিয়ডকে এক পত্রে লিখছেন—এবারকার মত ওদেশে তাঁর যুদ্ধ শেষ। "লড়াই-এ হারেজিত দুইই হোল—এখন পুটলী-পাটলী বেঁধে সেই মহান মুক্তি দাতার অপেক্ষায় বসে আছি। "অব শিব পার কর মেরে নাইয়া"—হে শিব, হে শিব! আমার তরী পার করে নিয়ে যাও প্রভু।" মে মাসে লিগেট্ দম্পতী লণ্ডন থেকে তাঁকে জানালেন যে জুলাই মাসে তাঁরা প্যারিসে যাচ্ছেন সেখানকার একটি বিশ্ব বিস্তৃত প্রদর্শনী উপলক্ষে। স্বামীজীকে তাঁরা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, প্যারিসে গিয়ে ঐ সময় তাঁদের অতিথি হতে। স্বামীজী নিজেও নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন ঐ প্রদর্শনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট "ধর্মের ইতিহাস সভার" পক্ষ থেকে। ভগ্নী নিবেদিতা তখন স্বামীজীর অনুপ্রেরণায় নিউইয়র্ক সহরে 'প্রাচীন ভারতের শিল্প কলা', 'হিন্দু নারীদের জীবনের উচ্চ আদর্শ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ভারতীয় জীবনের আদর্শবাদ সম্পর্কে প্রতি শনিবার ও রবিবার বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।

১৯০০ সালের ২০শে জুলাই, স্বামীজী নিউইয়র্ক থেকে প্যারিস অভিমুখে রওনা হলেন। ২৩শে অক্টোবর পর্যন্ত প্যারিসে ছিলেন। সাত বৎসর আগে চিকাগো ধর্ম মহাসভায় তিনি বিশ্বজয়ী হয়েছিলেন, কিন্তু স্বামীজীকে তার চেয়ে বেশী অভিভূত করেছিল এবং তার চিরাচরিত দেশাত্মবোধের প্রেরণাকে নতুন করে উদ্দীপিত করেছিল প্যারিস মহানগরীর এই প্রদর্শনী। সে যে কি অনুপ্রাণিত উন্মাদনা তার মর্ম কথা নিহিত রয়েছে স্বামীজীর নিজের লেখা একটি স্মরণীয় বিবৃতিতে। লিখছেন, আজ ২৩শে অক্টোবর, কাল সন্ধ্যায় প্যারিস ছাড়তে বিদায়। এ বৎসর এই প্যারিস সভা জগতের এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিক দেশে সমাগত সজ্জন সঙ্গম। দেশ দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করেছেন আজ এই প্যারিসে। এ

মহাকেন্দ্রের চেতনানী আজ যার নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদে তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজন সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার অন্নভূমি—এ জার্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডিত মহারাজ ধানীতে তুমি কোথায়, বলভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সেই বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা বঙ্গসন্তানের বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন—সে বীর জগৎ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাঃ জে. সি. বোস। একা যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎ বেগে পাশ্চাত্য মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা মহিমায় মুগ্ধ করলেন। সে বিদ্যুৎ সঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন তরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিক মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ—জগদীশ বসু ভারতবাসী, বঙ্গবাসী। ধন্য বীর। বসুজ ও তাঁহার সতী, সাধ্বী, সর্বগুণ সম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেখানেই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙ্গালীর গৌরব বর্দ্ধন করেন। ধন্য দম্পতী।

প্যারিসের এই প্রদর্শনীতেই স্বামীজীর বিদেশ ভ্রমণের যবনিকাপাত হয়েছিল বলা যায়। সেপ্টেম্বর মাসে ফরাসী দেশের ব্রিটানীতে ভগ্নী নিবেদিতাকে আশীর্বাদ করে স্বামীজী বিদায় নিলেন। নিবেদিতা থেকে গেলেন, স্বামীজী পরিকল্পিত নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে। প্যারিসে থাকা কালে, নিবেদিতাকে সঙ্গে করে স্বামীজী স্বদেশ থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসিত রুশদেশীয় বিপ্লবী নেতা প্রিন্স ক্রোপোট কিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ইতিহাস বিশ্রুত এই রুশ বিপ্লবীর সঙ্গে এটি সম্ভবতঃ স্বামীজীর দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ। নিবেদিতার সঙ্গে প্রিন্স ক্রোপটকিনের পরিচয় ছিল অনেক আগে থেকে যখন মার্গারেট নোবেলের ভূমিকায় তিনি আয়ারল্যাণ্ডের বৈপ্লবিক সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বামীজী এরপরে ভিয়েনা, বাডাপেস্ট, সার্বিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, কনষ্টান্টিনোপল্স এথেন্স ও ইজিপ্ট ইত্যাদি ভ্রমণে দেড়মাস কাল কাটিয়ে ১৯০০ সালের ২রা ডিসেম্বর রাত্রে বেলুড় মঠের দেওয়াল টপকে ভিতরে প্রবেশ করে সবাইকে বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত করে দিলেন।

সতের দিন বেলুড়ে থেকে মায়াবতী আশ্রমে গেলেন। মায়াবতী গিয়ে নিজের গুরু পরমহংস দেবের পূজা বন্ধ করে দিলেন কেননা অদ্বৈতবাদীর মতে নরপূজা বিধেয় নয়। এ নিয়ে যারা একটা বিতর্ক সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়েছিল তারা বেশী দূর এগোতে পারলোনা। শ্রীশ্রীমা স্বামীজীর পক্ষ সমর্থন করায় তারা থেমে গেল। কিন্তু স্বামীজী যখন পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণ করছিলেন তখন বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেউ কেউ রামকৃষ্ণদেবের একশ্রেণীর শিষ্যদের সহযোগীতায় বিবেকানন্দ বিরোধী একটা চক্রান্ত সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছিল। তিনি বিদেশে হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ ভোজ্য আহার করেন, মেম-সাহেব নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে দেশ ভ্রমণ করেন, ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন ইত্যাদি নানা কথা নিয়ে কুৎসা প্রচার করতেও আরম্ভ করেছিল। স্বামীজী সন্ন্যাসধর্ম ও গেরুয়াবস্ত্র ধারণ শাস্ত্র সম্মত ভাবে পালন করছেন কিনা এরকম প্রশ্ন তুলেও কানাঘুষো চলছিল। মানুষের সমাজ মনের যেটা নিকৃষ্ট অবস্থা, এ ছিল তারই একটা বহিঃপ্রকাশ যা বুদ্ধ চৈতন্য থেকে আরম্ভ করে কাউকে কখনও রেহাই দেয়নি। ছোট যে সে অতি বড়কেও তার নিজের মাপকাঠি দিয়ে পরিমাপ করতে গিয়ে এই ধরণের জেদাজেদি পঙ্কিলতা সৃষ্টি করে থাকে সর্বত্র সকল যুগে। স্বামীজী সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই রাগ বা ক্ষোভ প্রকাশ না করে তাঁর স্বভাব সিদ্ধ উদারতার সঙ্গে উপহাসের সুরে বলতেন—

"হাতী চলে বাজার মে কুত্তা ভুকে হাজার।
সাধুন কো দুর্ভাব নেহি যব নিন্দে সংসার।"

তবু, ছোট ছোট মনের অনধিকার চর্চা কিছুতেই নিরস্ত হয় না। সেবার কংগ্রেস

অধিবেশন হয়েছিল লাহোরে। তার সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়েছিল সোস্যাল কনফারেন্স বা সমাজ সংস্কার সভা তৎকালিন কংগ্রেসের অন্যতম নেতা রানাডে, সেই সমাজ সংস্কার সভায় তাঁর বক্তৃতা প্রসঙ্গে অবিবাহিত সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে কিছু অবাঞ্ছিত এবং অপ্রয়োজনীয় কটাক্ষ বর্ষণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে স্বামীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি বললেন,—"বেঁচে থাকুন রাণাডে ও তাঁর সমাজ সংস্কারকের দল। কিন্তু হে ভারত, হে পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত ভারত! ঘুলোনা বৎস এই সমাজে এমন সব সমস্যা রয়েছে এখনও তুমি বা তোমার পাশ্চাত্য গুরু যার ত্রিসীমানেই বুঝতে পারছে না, মীমাংসা করাতো দূরের কথা! ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজেতে অবস্থান কালেই স্বামীজী রাণাডের সন্ন্যাসব্রত বিরোধী মন্তব্যের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে নতুন করে সন্ন্যাসব্রতের তাৎপর্য্য ও গৌরব-ব্যক্ত করে ১৯০১ সালের ২৪ শে জানুয়ারী বেলুড়মঠে ফিরে এলেন। স্বামীজী আমাদের মধ্যে নরদেহ নিয়ে বেঁচে থাকবেন আর মাত্র দেড় বৎসর কাল। এরই মধ্যে বিংশ শতাব্দীর রৌদ্র ঝলমল প্রভাতী স্বপ্ন ছুটে উঠবে এক অভিনবপূর্ব কর্মোদ্যমের বার্তা নিয়ে। আমরা তাই এখানে উনবিংশ শতাব্দীর পায়ে মাথা নত করে তার অকৃপন আশীর্ব্বাণী শিরে বহন করে সবল পদক্ষেপে এগিয়ে চলবো বিংশ শতাব্দীর মুক্তদ্বারপথ অতিক্রম করে সম্মুখের প্রশস্ত জনপথ ধরে।

(ক্রমশঃ)

(অষ্টম পৃষ্ঠার শেষাংশ

শিল্পের কথা ভাবা যায় না। তাইতো Power এর সন্ধানে এত ছুটোছুটি করছি। এ রাজ্যে কয়লা নেই, খনিজ তেল আছে কিন্তু এমনই অদৃষ্ট যে সে তেল তুলবার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না।

রাত দুটো। ডাক্তারবাবু প্রেসার নিলেন, ১৬০ থেকে বেড়ে ২০০ তে উঠেছে। ইনটারভিউ শেষ করতে হল, কয়েকটা পিল গিলতে হল। এক গ্লাস দুধ খাইয়ে জোর করেই বিছানায় শুইয়ে দিলেন ডাক্তারবাবু। "ওদেরকে এত কথা বলতে দেই কেন? কেন ওদের সঙ্গে এত বকবক করি? ওদের কি তাড়িয়ে দেওয়া যায়? ছেলে মেয়েরা বড় হচ্ছে, পাশ করছে, অথচ কোন কাজ পাচ্ছে না কোন industry নেই যে ঢুকে পড়বে। কটাই বা সরকারী চাকরী আর মাষ্টারী কজনকে তা দিতে পারি। যেন কেউ কোথাও নেই যে ওদের একটু আশার আলো দেখাতে পারে, ওদের মনে একটু ভরসা দিতে পারে, যে আর কিছুদিন পরেই আস্তে আস্তে অবস্থা ভাল হবে, জীবন যাত্রা একটু সহজ হয়ে উঠবে। চাকরী আর কজনকে দিতে পারব? কিন্তু ওদের দুঃখের কথাটাও যদি বলবার সুযোগ না দেই, যদি ওদের বিশ্বাস করাতে না পারি যে কর্মযজ্ঞ সুরু হয়েছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ আসছে, তখন কতগুলি বিভ্রান্ত জীবনের সুচেতনা হারিয়ে যাবে হতাশার ক্লান্তিতে, কিম্বা ঘটিয়ে বসবে বিস্ফোরণ!"

(চতুর্থ পাতার শেষাংশ)

মনে করে, শুধু একটুখানি হেসে, কথাটাকে ওখানেই ইতি করে দিয়েছিলাম। আজ মনে হচ্ছে, ঐ কথাটার মধ্যে ভাববার মত বস্তু কিছু ছিল। মনে পড়ছে, রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণ"-এর কথা। ঐ বাড়ীটা তৈরী হয়েছিল, এদেশের স্বার্থ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের হত্যাকারী ইংরেজ বণিক কোম্পানীর 'রাইটার্স' বা কেরানীদের জন্য। সুতরাং, বাড়ীটার মূলে আছে কেরানীর প্রতিভা এবং এদেশের কল্যাণ বিরোধীতা। মৌলিক চিন্তার মণীষা ওখানে আসন পাতে নি, দেশের কল্যাণ চিন্তাকে ওখানে গলাটিপে হত্যা করা হোত। ইংরেজ আমলেই, এদেশের লোকরা ওখানে গিয়ে আসন পেতে আরম্ভ করেছিল আত্মবিক্রয় করে এবং দেশদ্রোহীতা করবার সপথ নিয়ে দাসখৎ লিখে দিয়ে। সেদিন থেকে দেশী-বিদেশী সংমিশ্রনে যে বিদেশী প্রভাবান্বিত জারজ রাজনৈতিক সংস্কারের প্রজনন হয়েছিল ঐ বাড়ীটায়, সে ক্রমে একটা বৈদেশিকতা ঘেঁষা ঐতিহ্যে রূপান্তর লাভ করে ঐ বিরাট পাষাণ অট্টালিকার অস্ত্রে যন্ত্রে চিরস্থায়ি বন্দোবস্ত নিয়ে বসে আছে। তাই ওখানে গিয়ে কেউ মন্ত্রীত্বের গদীতে বসেও কেরানী প্রতিভার উপরে উঠতে পারে না; ওখানে সংলোকেরও অসৎ না হয়ে উপায় থাকে না। ওই বাড়ীটার তখত তাউসে বসে রাষ্ট্রনীতির নামে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বিচার বা রাজস্ব যে কোন নীতি তৈরী হোক না কেন সে কখনও বিশুদ্ধ দেশাত্মবোধী বা দেশের কল্যানকামী মৌলিকতার স্বাক্ষর নিয়ে ভূমিষ্ট হতে পারবে না। বিদেশী প্রভাবান্বিত জারজ সংস্কৃতির কলঙ্ক তিলক তার ললাটে আঁকা থাকবেই। এই কলঙ্কের দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি চাই। সে মুক্তিলাভকে একদিন আসতেই হবে—কবে, কোন রণ বেসে সজ্জিত হয়ে কোন পথে আসবে সে, তার আভাস এখনও অস্পষ্ট। সব যেন অন্ধ, বধির ও বোবা। মানুষের সমস্ত সমাজ চেতনা ও শুভাশুভ বোধ আজ যেন জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। অন্ধকার রাত্রে, অরণ্যচারী জন্তুর ভয়ে ভীত মানুষ চোখে দেখছে শুধু ভয়ের ছায়া, কানে শুনছে শুধু হিংস্র জন্তুর পদধ্বনী, কণ্ঠস্বর বিকৃত ও অবরুদ্ধ। প্রাণপণে উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে সে প্রতিবাদ করতে পারে না, দেহে মনে শিকল ভাঙ্গার সবলতা হারিয়ে ফেলেছে যেন।

———

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত

॥ এই পত্রিকা ॥

আপনি পড়ুন, অন্য সবাইকে পড়ান—

কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান

—শান্তি শরণ রায়চৌধুরী

কলিকাতা কর্পোরেশনের সাম্প্রতিক অবস্থা তাদের রাস্তার উপর জমে থাকা জঞ্জালের মতই দুর্গন্ধযুক্ত এবং জনস্বার্থের পক্ষে বিষম ক্ষতিকর। বহুদুঃখে, এবং দারুণ ক্ষোভে এই কর্পোরেশনেরই একজন ভূতপূর্ব মেয়র এই প্রতিষ্ঠান কে "চোরপোরেশন" বলে অভিহিত করেছিলেন। সে আজ বেশ কয়েকবৎসর আগেকার কথা। তারপর এই প্রতিষ্ঠানের গুণগত কোন উৎকর্ষ ত ঘটেই নি বরং সারাদেহ রোগের প্রকোপে আজ গ্যাংগ্রিণের আক্রমণে মুমূর্ষ। এই প্রতিষ্ঠানে কর্মী তালিকায় নাম রেজেষ্ট্রী ভুক্ত করে অনেক কর্মী অন্য জায়গায় কাজ করে, জঞ্জাল পরিস্কারের জন্য নিযুক্ত যানবাহনের যন্ত্রপাতি খুলে নিয়ে সেগুলিকে অচল করে দেয়, রাস্তা পরিস্কার করবার ভার যাদের উপর ন্যস্ত, তাদের মধ্যে বৃহদাংশ কর্পোরেশনের কাজ না করে তাদের এলাকাভুক্ত বাড়ি বাড়ি কাজ করে উপরি আয় করে, এরা ট্যাক্সের টাকা সময়মত আদায় না করে কর্পোরেশনের আর্থিক দুর্গতি সৃষ্টি করে, আন্দোলনের নামে দাবী আদায়ের কৌশল সৃষ্টি করে কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং সংঘটনবিহীন জনসাধারণের জীবন অসহনীয় করে তোলে এদের অপকর্মের পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা বোধ হয় শিবেরও অসাধ্য। এতদিন ধরে ঘেরাও এর কৌশল অবলম্বন করে দাবী আদায়ের চেষ্টা হয়ত। এবার আরো এক ধাপ এগিয়েছে। পৌর কমিশনার শ্রীযুক্ত সমদ্দারকে দৈহিকভাবে নির্যাতন করবার স্পর্দ্ধাও দেখিয়েছে সেই ঠগবাজীকে সাদরেও করার জন্য এবং দু'জায়গায় কর্মনিযুক্ত থাকার জন্য একজনকে "শো-কজ" নোটীশ দেওয়ার জন্য সমস্ত জানালা দরজা খোলা রেখে চাবিগুলি পকেটস্থ করে বাড়ী চলে গিয়েছে। দায়িত্বজ্ঞানহীনতার এবং আস্পর্দ্ধার একটা সীমা থাকা উচিৎ। এদের পরিচালক সংস্থাগুলির কর্ণধার-কর্তাদের মুখে নিন্দার কোন শব্দ নেই। মন্ত্রী মহাশয় এবং কমিশনারের কঠোর মনোভাব দেখে এই ব্যাপারটা অল্পে রেহাই পাবেনা বুঝতে পেরে কিছু কিছু ইউনিয়ন নেতা মিটমাটের জন্য ইতিমধ্যেই উদ্যোগী হয়ে উঠেছেন বলে সংবাদে প্রকাশ। তাদের পক্ষে স্বাভাবিক, কারণ এই সব অপরাধীদের সাজা পাওয়া সাজা মুকুব করে দিতে না পারলে, নেতৃত্ব ত হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। যেমন অন্যত্র হয়ে থাকে, এখানেও তেমনি মিটমাটের সর্ত হবে দোষীকে সাজা দিতে পারবেন না। পাওনা কিছু বাড়িয়ে দিতেই হবে। কিন্তু কাজ কর্ম কিছুই করব না, এবং তা সত্বেও ভবিষ্যতে আবার মাহিয়ানা এবং মাগ্‌গী ভাতা বাড়াবার জন্য, শৃঙ্খলাভঙ্গ করব, ক্ষুদ্র অছিলায় ধর্ম্মঘট করব, এক কথায় যা প্রাণ চায় তাই করব, কেউ কিছু বলতে পারবে না, এই মনোভাবও পুরাপুরি বজায় রাখব। তাজ্জব ব্যাপার, ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সমর্থনও এরা পাবে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এই অন্যায় দাবী মেনে নিয়ে আপোষ করেন।

এখন কথা হচ্ছে, কতদিন দেশের মধ্যে এই অরাজকতা চলবে। কতদিন আর জনসাধারণ, যাদের রক্তজল করা পয়সা দিয়ে এরা বেঁচে থাকে, এই অত্যাচার, স্বেচ্ছাচার, নিদারুণ দুঃখ কষ্ট, অপমান এবং অরাজকতা সহ্য করবে বা সহ্য করতে তাদের বাধ্য করা হবে। জনসাধারণের কোন সংগঠন না থাকার জন্য মুষ্টিমেয় কয়েকজন কর্মী ও ইউনিয়ন নেতাদের পক্ষে অবাধে এই অপকর্মসাধন করা সম্ভব হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের নমনীয় মনোভাবও এদের উশৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হলে কি হয় তা দিল্লীতে লোকো বিভাগের কর্মীদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি। শুখানকার কিছু লোক ওদের আস্তানায় গিয়ে বলেছিল, কাজে যোগদান কর, দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য আইনসঙ্গত ভাবে আন্দোলন করতে পার, তোমাদের কাজের ফলে খাদ্য বহনকারী ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়ে খাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক জিনিসপত্রের ঘাটতি হলে, তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে মোকাবিলা করব আমরা। অবশ্য একথা সংবাদে উল্লেখ নেই যে তখনই দম-দম দাওয়াই-এর প্রয়োগ ঘটেছিল কিনা। আজ সময় এসেছে জনসাধারণকে এগিয়ে আসবার। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে যুব এবং ছাত্র কর্মীরা যদি জনস্বার্থের খাতিরে এগিয়ে এসে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলেন, তবে সকলেরই তারা ধন্যবাদার্হ হবেন। আজ কি এই কথা বিশ্বাস করতে চাই যে দেশের ও দশের চরম দুর্গতির সব অপকৌশল ব্যর্থ করে দেবার মত মানুষ পশ্চিম বাংলায় একদম নেই? এ কথা মেনে নিতে মনে বেদনার সঞ্চার হয়। তাই ডাক দিয়ে বলতে চাই, বন্ধ কর এই ধ্বংসের কৌশলকে, ন্যায় এবং সত্যের আলোকে, স্বার্থত্যাগের পরম পুলকে জনসেবার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশকে ও দেশের মানুষকে বাঁচাও। বিদ্রোহী কবি যাদের বলেছেন, —

"এরা নির্ভীক এরা দুর্জয়, এরা আল্লার সেনা
এরাই কোটায় নিরাশার বনে আশার হাস্নাহানা।"

তাদের নিকট আবেদন করি কলকাতা কর্পোরেশনকে ভিতরের বাহিরের জঞ্জালমুক্ত করো, পরমশ্রীর কলকাতা নগরীকে সৌন্দর্যময়ী করে তোল, পূর্বসূরীদের বহু শ্রম ও ত্যাগের আদর্শে গঠিত এই পৌর প্রতিষ্ঠানকে আজ স্বমর্যাদায় ও গৌরবে প্রতিষ্ঠা করো। দেশের মানুষকেও একথা ভুললে চলবে না যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশ প্রিয় যতীন্দ্র মোহন, দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের ও বহু প্রখ্যাত জননায়কের পরিকল্পনা, সেবা ও নিরলস সাধনায় এই কলিকাতা কর্পোরেশন একদিন দেশ প্রেমিকের সুরক্ষিত দুর্গ হিসাবে কাজ করেছিল। এদেরই পরিকল্পনায় বহু ব্যায়ামাগার, পাঠাগার, বিনামূল্যের চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠিত হয়ে জাতির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে গড়ে তুলেছিল। একদিন এই কর্পোরেশনই এঁদের নেতৃত্বে বিকল্প স্বাধীন বাংলা সরকার হিসাবে কাজ করেছিল উচ্চতম জনসেবার আদর্শে। এই মহাপুরুষদের সমস্ত অশ্রু ঘর্ম, রক্ত ও শ্রম ব্যয় যদি ব্যর্থ হতে দেওয়া হয়, তবে জাতি হিসাবে বাঙালির কলঙ্কের শেষ থাকবেনা সুতরাং সমস্ত বাঙালীদের নিকট আমাদের আবেদন, সিংহ-বিক্রমে জেগে উঠুন, অমিতবল হারকিউলিসের মত এই আধুনিক অগিয়াস ষ্টেবলকে জঞ্জালমুক্ত করুন।

সরকার ও কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন, এবার কঠোর হোন্। অনেক সহ্য করা হয়েছে, আর

নয়। এই কলঙ্কজনক অধ্যায়ের এই খানেই পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিন। মুষ্টিমেয় কর্মী ও তাদের নীতিহীন, জবরদস্তিমূলক নেতৃত্বকে আর প্রশ্রয় দেবেন না। যারা দেশের অধিকাংশ, তাদের স্বার্থের কথা আমল না দিয়ে, আর কোন চুক্তির মধ্যে যাবেন না। জনসাধারণের সমর্থন ও সাহায্য প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই পাবেন অকৃপণ ভাবে। রাজনীতির কোন খেলাকে বরদাস্ত করবেন না।

শক্ত হাতে এই সব অসঙ্গত আবদারের মোকাবিলা করলে, কি সুফল হয়, তা এমপ্লয়াইনস্ কর্পোরেশনের ও এল. আই. সির. দর্মঘটের ক্ষেত্রে সকলেই দেখেছি। মতলবাজ হয়ে, সব বাছাধনেরা সুড়সুড় করে কাজে যোগদান করেছে। এদের দাবীর পেছনে কোন নৈতিকতা ছিলনা, ছিল দস্যু-সুলভ সুবিধা আদায়ের মনোবৃত্তি। জনস্বার্থের দিকে অমনোযোগী হয়ে এদের অসঙ্গত দাবীও কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছেন। তাই এদের আবদারও সীমাহীন হয়ে উঠেছে। এদের তোয়াজ করে কেন ফললাভ হয় নি, হবেও না। দৃঢ় কণ্ঠে তাই বলার সময় এসেছে, জাতীয় স্বার্থক্ষুণ্ণ কারী কোন আন্দোলনই বরদাস্ত করা হবে না। অন্যায় যে করবে, সাজা তাকে পেতেই হবে এবং সাজা দিতেও হবে। তাহলেই এদের মোহভঙ্গ হবে এবং উস্কানীদাতা নেতৃবৃন্দের প্রভাবও বিনষ্ট হবে। অন্যায়ের সঙ্গে কোন আপোষ করা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হবে। প্রয়োজন হলে দুষ্ট গোয়ালের চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল, এই আপ্তবাক্য স্মরণ করে এই সব আদুরে দুলালদের রাস্তা দেখিয়ে দিন। এই দুর্দ্দিনে রীতিমত 'টু পাইস' কামাবার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসমুখকে বন্ধ করে দিলে বাছাধনদের সম্বিত ফিরে আসতে দেরী হবে না। অবশ্য একথা আমাদের বক্তব্য নয় যে নির্দ্দোষীর উপর কোন অত্যাচার হোক, সঙ্গত কোন দাবী থাওয়া থাকলে, তা অমান্য করা হোক। আমরা চাই জঘন্য রাজনৈতিক দাবা খেলার ছক হিসাবে কেউ কর্পোরেশনকে ব্যবহার করতে যেন না পারে ভবিষ্যতে। রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য বলে যে খবর বেরিয়েছে—দরকার হলে পৌর দপ্তরের মন্ত্রীত্ব ছাড়ব, কিন্তু সিদ্ধান্ত বদলাবোনা—সেটা যেন কার্য্যকালে যথাযথ বাস্তবায়িত হয়, এটাই জনগণের দাবী। মন্ত্রী মহাশয়ের তথা তাঁর দলীয় প্রশাসন ও সংগঠনের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন করে তুলতে চাচ্ছে যারা, তাদের ঠিকমত সনাক্ত করণের পর যথাযোগ্য পাওনা মিটিয়ে দিতে না পারলে জনরোষ থেকে কিছুতেই রেহাই পাবেন না বলেই আমরা শঙ্কা করি। আমরা প্রত্যাশা করি এত বড় সর্ব্বনাশ তারা নিজেদের উপর টেনে আনবেন না কিছুতেই।

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম নেতা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মজয়ন্তীর বৎসরে তার দীর্ঘদিনের কর্ম্মক্ষেত্র, তাঁর অক্লান্ত সেবা, জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের ক্ষেত্র, তাঁর নিরলস সেবা ধন্য এই কলিকাতা কর্পোরেশনের নবজীবন লাভ ঘটুক, সংশ্লিষ্ট সকলেই এই শপথ নেবেন এবং পূরণ করবেন, এই আমাদের আকুল কামনা।

———

Freedom Fighters whose Pension has been sanctioned

LIST—43 (from 5626—5763)

Dist—CALCUTTA

Name	Address	(Amount per month in Rs.)
Smt Aruna Kar nee Majumder w/o L. Sachin Kar	6H. Baishnabghata Bye Le.-47	200
Sri Amalendra nath Roy Choudhury	6/33, Bejoy-garh Cy.-32	200
Anil Baran Roy	108/11, Monohar Pukur Rd.-26	200
„ Anil Kr. Shome	26, Adarsha Palli-56	200
Smt Bijon bala Mukherjee w/o L. Debendra nath	122, Raja Dinendra St-4	25
Sri Bhupendra Kr, Banerjee	40/B, Badurbagan St-9	200
Bholanath Barman	69B, Vivekananda Rd.-6	200
„ Benwari lal Paul	14/B, Sambhu Babu Le.-14	200
Smt Bivabati Paul, w/o L. Birendra Ch.	Udaipur, Nimta-49	115
Bibhabati Ghosh w/o L. Upendra Mohan	7B, Rajani Bhattacherjee Le.-26	200
Dr. Birendra nath Sengupta	67/1, Beadon St-6	200
Smt Bishnupriya Debi w/o L. J. N. Bhattacharya	17/B, Rammoy Rd.-25	165
Sri Badal Banerjee	4C, Nalin Sarkar St-4	150
Birendra Bhattacharyya	B-75, College St. Market-12	170
„ Bireswar Mukherjee	33A/3, Doctor Le.14	200
Smt Bina Talapatra, w/o L. Narayan Ch.	7/1, K. P, Ghoshal St.-56	160
„ Basumati Seth. w/o L. Anukul	13/1, Umesh Dutta Le.-16	70
Sri Briodaban Paul	38B/1B, Murari Pukur Rd.-4	200
Briendra nath Mukherjee	162/9, Lake Gardens-45	200
Smt Bimal Prava Mitra w/o L. Sri Bejoy Ranjan	20/12 Mahes Dutta Le.-27	100
Sri Debendra Bijoy Sinha	19A, Prince Golam Mohammad Rd.-26	200
Dinesh Ch. Bhaudhuri	43, Kamalapur Cy,-28	200
„ Dhirendra nath Das	59, Arabinda Palli-34	200
Ganesh Ch. Majumder	34, Seradal Rd..49	200
Ganga Prasad Sarkar	15, Mahatma Gandhi Rd.-9	200
Gopinath Basak	39/14, Manicktala main Rd.-45	200
Nokul Behari Goswami	5, Garfa School Le.-32	200
Gopal Ch. Chakravarty	Bagha Jatin Palli-47	200
Gour Ch. Das	116, South Sinthee Rd.-30	200
„ Gouranga Ch. Chowdhury	16/1/H/20, Muraripukur Rd.-4	200
Smt Hiran bala Datta, w/o. L. Kailash nath.	87/1, Talpukur Rd.-10	175

Name	Address	Rs.
Sri Hirendra Ch. Dasgupta	92/C/1, Sahapur Cy.-53	200
,, Hare Krishna Das	245, Manicktola main Rd.-54	200
,, Harekrishna Das	57, Belghata main Rd.-10	200
Smt Jiban Prova Guha, w/o L. Satish Ch.	Basudebpur main Rd.-56	100
Sri Haridas Gope	3, N. C. Mitra Rd.-21	200
,, Jitendra Ch. Kar	D/90, Bapujinagar Cy.-32	200
,, Haripada Mukherjee	10A, Fern Place-19	200
Smt Jyotirmayee Ghose w/o L. Birendra nath Ghose	P 795A, Lake Town-55	60
Sri Haridas Dutta *	11, Gour Mohan Mukherjee St.	125
Haripada Chatterjee	3/18, Prince Baktiar Sha Rd.-33	200
Jimut Bahan Roy Majumdar	38/4, Palm Avenue-19	200
Jitendra nath Pal	78/3, Baghbazar St-3	200
Jyotish Ch. Ghosh	121/B, Tarak Pramanik Rd.-6	200
Jogendra Mohan Banerjee	63, Sarat Bose Rd.-28	200
Jyotin Roy Sengupta	30A, Lake Rd.-29	200
Jogendra Ch. Chowdbury	4, Chandi Ghosh Rd.-40	200
,, Jyotilal Samadar	9-B/34, C. I. T. Buildings-10	200
,, Jogindra Singh	21/8, Raja Manindra Rd.-37	200
,, Jatindra Sankar Burman	52, Lakshminarayan Rd.-28	200
Jagadish Ch. Ganguly	74/B, Ashutosh Mukherjee Rd.-25	200
Jatindra nath Bhattacharjee	225 Regent Cy.-40	200
Janendra Roy	29, Naya Patty Rd.-55	200
Jnanesh Ch. Sarma	69, Ripon St-16	160
,, Jnanendra Mohan Neogi	147, Maniktola main Rd.-54	200
Jagadish Ch. Mandal	51 T, Pottery Rd.-15	200
Jamini Kanta Mazumdar	4/113, Jatindas nagar-56	110
Jogada Kr. Ghose	R/o Lakshmi Narayan Rd.-28	200
,, Jnanendra Mohan Ghosh	24, Mohan Chand Rd.-23	200
Smt Kusum Kumari Sengupta w/o L. Kshitish Ch.	52/D/5. Babu Bagan Le.-21	70
Sri Kumud Bandhu Ghose	Lakshmi Narayan Rd.-28	200
Smt Krishna Bhabini Pal w/o L. Makhan Lal Pal	40/H/6, Abinash Ch. Banerji Le.-10	100
Sri Kiran Ch. Mitra	10/69A, Charu Avenue-33	200
,, Krishna lal Samajpati	46, Chanditala Le.-40	200
,, Kiron Ch. Sen	11/4, Selimpur Rd.-31	175
Kedareswar Debnath	36, Sreegopal Mullick Le.-12	170
,, Keshab Narayan Roy	82A, Sovabazar St.-5	200
,, Kshitish Ch. Ghosh	3/2, Netajinagar-40	200
,, Kalipada Singha Roy	U. B. Cy. Bonhooghly-35	200

Name	Address	Rs.
Sri Khagendra lal Barua	Judge Bagan-41	200
Smt Kamala Bhoumick	4, Dr. Nilmani Sarkar St.-50	100
w/o L. Sasadhar		
Sri Kamalesh Chakrabarty	7, Baikunrha Saha Rd.-32	200
Kali Ranjan Banerjee	23, Beck Bagan Row-17	200
Kali Dhan Ghose Roy	10/1-A, Indra Roy Rd.-25	200
Kamalendu Dey	49/B, Townshend Rd.-25	200
,, Kalipada Banerjee	85, Chowringhee Rd.-20	200
Smt Lila Mitra	49/5, Belgachia Rd.-37	100
w/o L. Surendra nath		
Sri Lakshmi Naryan Seal	11/A, Northern Avenue-37	
Smt Lilabati Ghose	31/1, Ramtanu Bose Le-6	
w/o L. Dhirendra nath		
Mandira Bose	D-39, Ramgarh Cy.-47	
w/o L. Mukul Krisna Bose		
Sri Makhan lal Saha	226/H/16, Manicktola main Rd.-54	200
Man Mohan Bell	2/191, Bijoygarh Cy.-32	170
Manindra Ch. Bhattacharjee	49-A, Ballygunge Place-19	200
Manindra Narayan Roy	118, M. B. Rd.-49	200
Makhamlal Bhattacharja	Bhiragata Cy.-30	200
Motilal Sircar	Flat-23. Bagmari Rd -54	200
Manmatha Kr. Paul	18, Ashutosh Mukherjee Rd.-20	200
Mancranjan Ghose	113, Rashbehari Avenue-29	200
Mohit Kr. Roy	24, Bediadanga 2nd Le.-39	200
,, Makhan lal Saha	8/5, Beer Para Le.-30	200
Smt Mukul Rani Aich	Ramkrishna Palli-51	200
D/o L. Surya Kumar Aich		
Sri Mrinal Kanti Biswas	6, Anakeli Devi Le.-57	200
Nagendra Shekher Chakraborty	B. M. Banerjee Rd.-56	162
Nepal Ch. Paul	163/3, R. N. Guha Rd.-28	170
,, Natabar Mullick	23/1, Strand Rd.-1	200
Smt Purnima Dutta Roy	133, Acharya Prafulla Ch. Rd.-6	60
w/o L. Naresh Ch.		
Sri Pankajendu Sundar Bose	37, Mahatma Gandhs Rd.-9	125
Prafulla Ranjan Gupta	Ramkrishna Pally-51	200
Prasanna Kr. Paul	35/1/M, Ibrahimpur Rd.-32	150
Pariksbit Ch. Datta Banik	99/73, Gopal lal Tagore Rd.-36	200
,, Phani Bhushan Goutam	268, Netaji Cy.-50	200
,, Priya lal Basu Roy	148, Circus Range-19	140
Smt Priti Renu Das	2/64, Naktala-47	25
w/o L. Benod Behari Das		

Name	Address	Rs
Sri Padmadeo Chaubey	7, Hari Sarkar Le.-7	200
Smt Padma Basak, w/o L. Sudhir	19C, Manicktola main Rd.-54	150
Sri Paresh Ch. Paul	165/30, Beliaghata " Rd.-10	200
Paresh Ch. Chakraborty	2/5, Arabinda Nagar-40	200
Paresh nath Dutta	46/1, Sankar Haldar Le.-5	200
Paresh nath Mukherjee	23/A/1, Narsingh Avenue-28	200
Smt Parimal Biswas w/o L. Parbati nath	9, Domestic Area-35	100
Sri Parimal Chowdhury	9/20, Moore Avenue-40	200
Panchanon Bhattacharyee	10/1, Kartick Ch. Neogi Le.-35	200
Panchanan Dutta	25, Sisirbagan Rd-34	200
Pasupati Chatterjee	1/3A, Sreenath Mukherjee Le.-30	200
,, Patanjal Pathak	2B, Simlaipara Bye Le.-2	150
Smt Prabhabati Roy, w/o L. Lokenath	52, K. K. Roy Chowhury Rd.-8	100
Sri Prabi Mascharak	220, Netaji Cy.-50	200
Prafulla Ch. Bhattacharjee	35/1B, Umesh Mukherjee Rd.-56	200
Pulin Behari Mukherjee	1, Kamalapur Cy.-28	200
Prodyot Kr. Guha	4/3A, Bijoygarh-32	200
Paresh Ch. Roy	75/55, S. N. Roy Rd.-38	160
Rasik Ch. Chakravorty	32/8, Chandi Ghosh Rd.-32	125
,, Ramananda Paul	4/36, Convent Le.-15	200
Smt Roma Majumder, w/o L. Birendra Kr.	45A, Moore Avenue-40	100
,, Rani Mazumdar, w/o L. Kiran Ch.	13/1B, Hari Zakaria Le.-6	100
Sri Ranabir Ghosh	19, Baroaritala Rd.-10	200
Smt Renukana Dutta, w/o L. Jadulal	127, Paramanik Ghat Rd.-36	100
Sri Rebati mohan Saha	29, Avenue Ist Rd.-32	200
Ram Babu Saha	76B, S. R. Banerjee Rd.-14	200
Rabindra nath Ganguli	251/A/1B, Netaji Subhas Ch. Basu Rd.-47	200
Ram Prosad Banerjee	Biren Roy East Rd.-8	200
Ramesh Ch. Sinha	25, Mahendra Banerjee Rd.-60	200
Ramani mohan Das	81, Minapara Rb.-40	200
Rabindra nath Banerjee	7/1, Kulia Tangra 2nd Le.-15	200
,, Tara pada Dharm	87/B, Cossipore Housing Estae Govet.-2	200
Miss Tapati Roy, D/o L. Kshitish Ch.	41, Gariabat Rd.-19	100
Smt Usha Guha Roy w/o L. Satya Ranjan	1/16, Bapuji Cy.-31	160

(To be continued.)

NEED-2008

উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ
বিক্রয়ে সর্বাধিক

সম্পাদক মণ্ডলী : সরোজ আচার্য, ভবানী চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি), পবিত্র মুখোপাধ্যায়, প্রভাংশু চৌধুরী, পার্থ বসু

প্রেস : প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১২৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯ হইতে শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক এবং বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় হইতে ৪৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১, (ফোন : ৩৪-১১২৪) হইতে প্রকাশক—বিপ্লব সেনগুপ্ত

মূল্য ২৫ পঃ